অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রাখাল, রাম, নিত্য, অধর, মাষ্টার, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

[শ্রীরামকৃষ্ণ অসুখে অধৈর্য কেন? বিজ্ঞানীর অবস্থা]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নে সেবার পর রাখাল, রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নহে -- এখনও হাতে বাড় বাঁধা। (আজ রবিবার, ১১ই চৈত্র, ১২৯০; কৃষ্ণা একাদশী; ২৩শে মার্চ, ১৮৮৪)।

নিজের অসুখ, -- কিন্তু ঠাকুর আনন্দের হাট বসাইতেছেন। দলে দলে ভক্ত আসিতেছেন। সর্বদাই ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গে -- আনন্দ। কখনও কীর্তনানন্দ, কখনও বা ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছেন। ভক্তেরা অবাক্ হইয়া দেখে। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

[*নরেন্দ্রের বিবাহ-সম্বন্ধ -- "নরেন্দ্র দলপতি"*]

রাম -- আর মিত্রের (R. Mitra) কন্যার সঙ্গে নরেন্দ্রের সম্বন্ধ হচ্ছে। অনেক টাকা দেবে বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- ওইরকম একটা দলপতি-টলপতি হয়ে যেতে পারে। ও যেদিকে যাবে সেইদিকেই একটা কিছু বড় হয়ে দাঁড়াবে।

ঠাকুর নরেন্দ্রের কথা আর বেশি তুলিতে দিলেন না।

(রামের প্রতি) -- "আচ্ছা, অসুখ হলে আমি এত অধৈর্য হই কেন? একবার একে জিজ্ঞাসা করি কিসে ভাল হবে। একবার ওকে জিজ্ঞাসা করি।

"কি জানো, হয় সকলকেই বিশ্বাস করতে হয়, না হয় কারুকে নয়।

"তিনিই ডাক্তার-কবিরাজ হয়েছেন। তাই সকল চিকিৎসককেই বিশ্বাস করতে হয়। মানুষ মনে করলে বিশ্বাস হয় না।"

[*পূর্বকথা -- শম্ভু মল্লিক ও হলধারীর অসুখ*]

"শম্ভুর ঘোর বিকার -- সর্বাধিকারী দেখে বলে ঔষধের গরম।

"হলধারী হাত দেখালে, ডাক্তার বললে, 'চোখ দেখি; -- ও! পিলে হয়েছে।' হলধারী বলে, 'পিলে-টিলে কোথাও কিছু নাই।'

"মধু ডাক্তারের ঔষধটি বেশ।"

রাম -- ঔষধে উপকার হয় না। তবে প্রকৃতিকে অনেকটা সাহায্য করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- ঔষধে উপকার না হলে, আফিমে বাহ্যে বন্ধ হয় কেন?

[*কেশব সেনের কথা -- সুলভ সমাচারে ঠাকুরের বিষয় ছাপানো*]

রাম কেশবের শরীরত্যাগের কথা বলিতেছেন।

রাম -- আপনি তো ঠিক বলেছিলেন, -- ভাল গোলাপের -- (বসরাই গোলাপের) গাছ হলে মালী গোড়াসুদ্ধ খুলে দেয়, -- শিশির পেলে আরও তেজ হবে। সিদ্ধবচন তো ফলেছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ -- কে জানে বাপু, অত হিসাব করি নাই; তোমরাই বলছ।

রাম -- ওরা আপনার বিষয় (সুলভ সমাচারে) ছাপিয়ে দিয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- ছাপিয়ে দেওয়া! এ কি! এখন ছাপানো কেন? -- আমি খাই-দাই থাকি, আর কিছু জানি না।

"কেশব সেনকে আমি বললাম, কেন ছাপালে? তা বললে -- তোমার কাছে লোক আসবে বলে।"

[*লোকশিক্ষা ঈশ্বরের শক্তিদ্বারা -- হনুমান সিং-এর কুস্তিদর্শন*]

(রাম প্রভৃতির প্রতি) -- "মানুষের শক্তি দ্বারা লোকশিক্ষা হয় না। ঈশ্বরের শক্তি না হলে অবিদ্যা জয় করা যায় না।

"দুইজনে কুস্তি লড়েছিল -- হনুমান সিং আর একজন পাঞ্জাবী মুসলমান। মুসলমানটি খুব হৃষ্টপুষ্ট। কুস্তির দিনে, আর আগের পনেরদিন ধরে, মাংস-ঘি খুব করে খেলে। সবাই ভাবলে, এ-ই জিতবে। হনুমান সিং -- গায়ে ময়লা কাপড় -- কদিন ধরে কম কম খেলে, আর মহাবীরের নাম জপতে লাগল। যেদিন কুস্তি হল, সেদিন একেবারে উপবাস। সকলে ভাবলে, এ নিশ্চয়ই হারবে। কিন্তু সেই জিতল। যে পনেরদিন ধরে খেলে, সেই হারল।

"ছাপাছাপি করলে কি হবে? -- যে লোকশিক্ষা দেবে তার শক্তি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসবে। আর ত্যাগী না হলে লোকশিক্ষা হয় না।"

[*বাল্য -- কামারপুকুরে লাহাদের বাড়ি সাধুদের পাঠশ্রবণ*]

"আমি মূর্খোত্তম।" (সকলের হাস্য)

একজন ভক্ত -- তাহলে আপনার মুখ থেকে বেদ-বেদান্ত -- তা ছাড়াও কত কি -- বেরোয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- কিন্তু ছেলেবেলায় লাহাদের ওখানে (কামারপুকুরে) সাধুরা যা পড়ত, বুঝতে পারতাম। তবে একটু-আধটু ফাঁক যায়। কোন পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বুঝতে পারি। কিন্তু নিজে

সংস্কৃত কথা কইতে পারি না।

[*পাণ্ডিত্য কি জীবনের উদ্দেশ্য? মূর্খ ও ঈশ্বরের কৃপা*]

“তাঁকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। লক্ষ্য বিঁধবার সময় অর্জুন বললেন -- আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, -- কেবল পাখির চক্ষু দেখতে পাচ্ছি -- রাজাদেরও দেখতে পাচ্ছি না, -- গাছ দেখতে পাচ্ছি না -- পাখি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না।

“তাঁকে লাভ হলেই হল! সংস্কৃত নাই জানলাম।

তাঁর কৃপা পণ্ডিত মূর্খ সকল ছেলেরই উপর -- যে তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়। বাপের সকলের উপরে সমান স্নেহ।

“বাপের পাঁচটি ছেলে, -- দুই-একজন ‘বাবা’ বলে ডাকতে পারে। আবার কেউ বা ‘বা’ বলে ডাকে, -- কেউ বা ‘পা’ বলে ডাকে, -- সবটা উচ্চারণ করতে পারে না। যে ‘বাবা’ বলে, তার উপর কি বাপের বেশি ভালবাসা হবে? -- যে ‘পা’ বলে তার চেয়ে? বাবা জানে -- এরা কচি ছেলে, ‘বাবা’ ঠিক বলতে পাচ্ছে না।”[১]

[*ঠাকুর শ্রীরাককৃষ্ণের নরলীলায় মন*]

“এই হাত ভাঙার পর একটা অবস্থা বদলে যাচ্ছে -- নরলীলার দিকে মনটা বড় যাচ্ছে। তিনি মানুষ হয়ে খেলা কচ্ছেন।

“মাটির প্রতিমায় তাঁর পূজা হয় -- আর মানুষে হয় না?

“একজন সদাগর লঙ্কার কাছে জাহাজ ডুবে যাওয়াতে লঙ্কার কূলে ভেসে এসেছিল। বিভীষণের লোকেরা বিভীষণের আজ্ঞায় লোকটিকে তাঁর কাছে লয়ে গেল। ‘আহা! এটি আমার রামচন্দ্রের ন্যায় মূর্তি -- সেই নবরূপ।’ এই বলে বিভীষণ আনন্দে বিভোর হলেন। আর ওই লোকটিকে বসন ভূষণ পরিয়ে পূজা আর আরতি করতে লাগলেন।

“এই কথাটি আমি যখন প্রথম শুনি, তখন আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল, বলা যায় না।”

[*পূর্বকথা -- বৈষ্ণবচরণ -- ফুলুই শ্যামবাজারের কর্তাভজাদের কথা*]

“বৈষ্ণবচরণকে জিজ্ঞাসা করাতে বললে, যে যাকে ভালবাসে, তাকে ইষ্ট বলে জানলে, ভগবানে শীঘ্র মন হয়। ‘তুই কাকে ভালবাসিস?’ ‘অমুক পুরুষকে।’ ‘তবে ওকেই তোর ইষ্ট বলে জান্‌।’ ও-দেশে (কামারপুকুর, শ্যামবাজারে) আমি বললাম – ‘এরূপ মত আমার নয়। আমার মাতৃভাব।’ দেখলাম যে লম্বা লম্বা কথা কয়, আবার ব্যাভিচার করে। মাগীরা জিজ্ঞাসা করলে -- আমাদের কি মুক্তি হবে না? আমি বললাম -- হবে যদি একজনেতে ভগবান বলে নিষ্ঠা থাকে। পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে থাকলে হবে না।”

[১] See Max Müller's Hibbert lectures

রাম -- কেদারবাবু কর্তাভজাদের ওখানে বুঝি গিছলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ -- ও পাঁচ ফুলের মধু আহরণ করে।

[*“হলধারীর বাবা” -- “আমার বাবা” -- বৃন্দাবনে ফিরতিগোষ্ঠদর্শনে ভাব*]

(রাম, নিত্যগোপাল প্রভৃতি প্রতি) -- “ইনিই আমার ইষ্ট” এইটি ষোল আনা বিশ্বাস হলে -- তাঁকে লাভ হয় -- দর্শন হয়।

“আগেকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। হলধারীর বাপের কি বিশ্বাস!

“মেয়ের বাড়ি যাচ্ছিল। রাস্তায় বেলফুল আর বেলপাতা চমৎকার হয়ে রয়েছে দেখে, ঠাকুরের সেবার জন্য সেই সব নিয়ে দুই-তিনক্রোশ পথ ফিরে তার বাড়ি এল।

“রাম যাত্রা হচ্ছিল। কৈকেয়ী রামকে বনবাস যেতে বললেন। হলধারীর বাপ যাত্রা শুনতে গিছিল -- একবারে দাঁড়িয়ে উঠল। -- যে কৈকেয়ী সেজেছে, তার কাছে এসে ‘পামরী!’ -- এই কথা বলে দেউটি (প্রদীপ) দিয়ে মুখ পোড়াতে গেল।

“স্নান করবার পর যখন জলে দাঁড়িয়ে -- রক্তবর্ণং চতুর্মুখম্‌ -- এই সব বলে ধ্যান করত -- তখন চক্ষু জলে ভেসে যেত!

“আমার বাবা যখন খড়ম পরে রাস্তায় চলতেন, গাঁয়ের দোকানীরা দাঁড়িয়ে উঠত। বলত, ওই তিনি আসছেন।

“যখন হালদার-পুকুরে স্নান করতেন, লোকেরা সাহস করে নাইতে যেত না। খপর নিত - ‘উনি কি স্নান করে গেছেন?’

“রঘুবীর! রঘুবীর! বলতেন, আর তাঁর বুক রক্তবর্ণ হয়ে যেত।

“আমারও ওইরকম হত। বৃন্দাবনে ফিরতিগোষ্ঠ দেখে, ভাবে শরীর ওইরূপ হয়ে গিছল।

“তখনকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। হয়তো কালীরূপে তিনি নাচছেন, সাধক হাততালি দিচ্ছে! এরূপ কথাও শোনা যায়।”

[*পঞ্চবটীর হঠযোগী*]

পঞ্চবটীর ঘরে একটি হঠযোগী আসিয়াছেন। এঁড়েদের কৃষ্ণকিশোরের পুত্র রামপ্রসন্ন ও আরও কয়েকটি লোক ওই হঠযোগীকে বড় ভক্তি করেন। কিন্তু তাঁর আফিম আর দুধে মাসে পঁচিশ টাকা খরচা পড়ে। রামপ্রসন্ন ঠাকুরকে বলেছিলেন, “আপনার এখানে অনেক ভক্তরা আসে কিছু বলে কয়ে দিবেন, -- হঠযোগীর জন্য তাহলে

কিছু টাকা পাওয়া যায়।”

ঠাকুর কয়েকটি ভক্তকে বলিলেন -- পঞ্চবটীতে হঠযোগীকে দেখে এসো, কেমন লোকটি।